দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ২৪ OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল

১৯ টাকার বই ১ টাকায়

এম এইচ রবিন ●

বহুল প্রচারিত, লোকমুখে উচ্চারিত 'সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল' প্রবাদ বাক্যের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের সরকারি সম্পদ 'বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক' ব্যবস্থাপনায়। জানা গেছে, বইয়ের উৎপাদন খরচ ১৯ টাকা; তা বিক্রি করা হবে মাত্র ১ টাকায়।

সরকারি সম্পত্তি মানে জনগণের সম্পত্তি, রাষ্ট্রের সম্পত্তি। যাদের বলা হচ্ছে জনগণের সেবক, তারাই এই অপচয়ের সঙ্গে জড়িত। তাদেরই অপচয়ে রাষ্ট্রের অর্থ, জনগণের সম্পদের অপচয় হচ্ছে। এক অর্থে দরিয়ায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে শিক্ষা প্রশাসন।

শিক্ষা প্রশাসনের মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তাদের চাহিদা নিয়ে প্রতিবছর ছাপানো হয় কোটি-কোটি পাঠ্যপুস্তক। এসব বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বৈদেশিক ঋণ এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থে তৈরি করা হয় এসব পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয় ২০০৯ সালে। এর পর থেকে প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ধারাবাহিকতা রয়েছে সরকারের। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা যথাযথ না থাকায় বছরের পর বছর গুদামঘরেই থেকে যাচ্ছে লাখ-লাখ পাঠ্যপুস্তক। অর্থনৈতিক ক্ষতি হিসেবে পাঠ্যপুস্তক নষ্ট হয়ে কোটি-কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে রাষ্ট্রের।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যানুযায়ী, একটি বই ছাপাতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ব্যয় হয় ১৯ টাকা ৮৫ পয়সা। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণিতে বই রয়েছে ১৪টি করে। এই শ্রেণির এক সেট বই ছাপাতে খরচ হয় ২৭৭ টাকা ৯০ পয়সা। এ ছাড়া নবম-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখা বিভাগে ১৮টি করে এবং মানবিক বিভাগে ১৭টি বই পাঠ্যক্রমে রয়েছে। এনসিটিবির মেথড অনুযায়ী, ওজনে হিসাব করলে এক কেজি হয় ৯টি বইয়ে। এক শ্রেণির ১৪টি বইয়ে দেড় কেজির মতো। কিন্তু সরকারি বিধান অনুযায়ী গুদামে থাকা উদ্বৃত্ত ও নষ্ট বই প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রির সর্বনিম্ন দর কেজিপ্রতি ১০ টাকা। অর্থাৎ এক সেট বই তৈরিতে সরকারের ব্যয় ২৭৭ টাকা ৯০ পয়সা। নিলামে এর বিক্রয় মূল্য হয় ১৫ টাকা। প্রতিসেটে লগ্নি হয় ২৬২ টাকা ৯০ পয়সা।

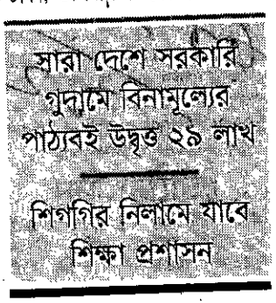

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। আর তাই সরকারের সব সম্পত্তির মালিকও জনগণ। জনগণের অর্থের, সম্পত্তির ভয়াবহ অপচয়, তথা দরিয়ায় ঢেলে ফেলে দেওয়ার মতো অপকীর্তি কারা করেন? সেগুলো কখনো উদঘাটন হয় না বলেই রাষ্ট্রীয় অপচয় ঘটছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ আমাদের সময়কে জানান, বিগত কয়েক বছরে সরকারি গুদামে অনেক পাঠ্যপুস্তক থেকে গেছে। এগুলোর বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কিছু বই স্কুলের লাইব্রেরিতে দেওয়া হবে। কিছু বই শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের দেওয়া হবে। বাকি বই সরকার উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

১৯ টাকার বই ১ টাকায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিক্রি করে দেবে। সর্বনিম্ন ১০ টাকা কেজি দরে এ সব বই বিক্রি করতে হবে। এর অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।

উদ্বৃত্ত পাঠ্যপুস্তক থাকার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি জানান, হয়তো কোনো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক-দুই সেট বই উপজেলা কার্যালয়ে ফেরত দিয়েছে। কারণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। আবার এর বিপরীত হয়েছে, চাহিদার পর ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার পর উপজেলা অফিসে চাহিদা দিয়ে বই নিয়েছে। আগামীতে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদন, বিতরণের ব্যবস্থাপনার আরও কার্যকর কৌশল নির্ধারণের বিষয় ভাবছে সরকার। এতে করে রাষ্ট্রীয় অর্থের কোনোভাবেই যেন অপচয় না হয়। এখন পুরনো এসব বই বিক্রি করে গুদাম খালি করে আগামী শিক্ষাবর্ষের নতুন বই রাখা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন গতকাল আমাদের সময়কে জানান, সারা দেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের পর ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সরকারি গুদামগুলোয় ২৯ লাখ পাঠ্যপুস্তক উদ্বৃত্ত আছে। নষ্ট আছে প্রায় ৪ টন।

উদ্বৃত্ত থাকার কারণ উল্লেখ করে এলিয়াছ হোসেন বলেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের সঠিক চাহিদা নিরূপণ করা যায়নি। উদ্বৃত্ত বইয়ের বেশির ভাগ ৬ষ্ঠ শ্রেণির এবং নবম শ্রেণির। কেননা, নবম শ্রেণির বিজ্ঞান, মানবিক এবং ব্যবসা শাখায় কতজন শিক্ষার্থী পড়বে এটার অগ্রিম হিসাব করাটাও জটিল। এ ছাড়া, চতুর্থ বিষয় কোন শিক্ষার্থী কোনটা নেবে, সেটাও অগ্রিম ধারণা করা যায় না। অনেক শিক্ষার্থী আছে, যারা গার্হস্থ্য অর্থনীতি নেয় না, তারা কৃষিশিক্ষা পড়ে। ২০১৭ সালে শিক্ষার্থীদের যে বই দেওয়া হবে, তার চাহিদা নিরূপণ করা হয় ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দেওয়া চাহিদা অনুযায়ী বই ছাপানো হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অথবা যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে অতিরিক্ত বইয়ের চাহিদা মেটাতে দুই শতাংশ বাড়তি বই ছাপানো হয়।